হাওয়াই : হনলুলু

টোরা টোরা টোরা

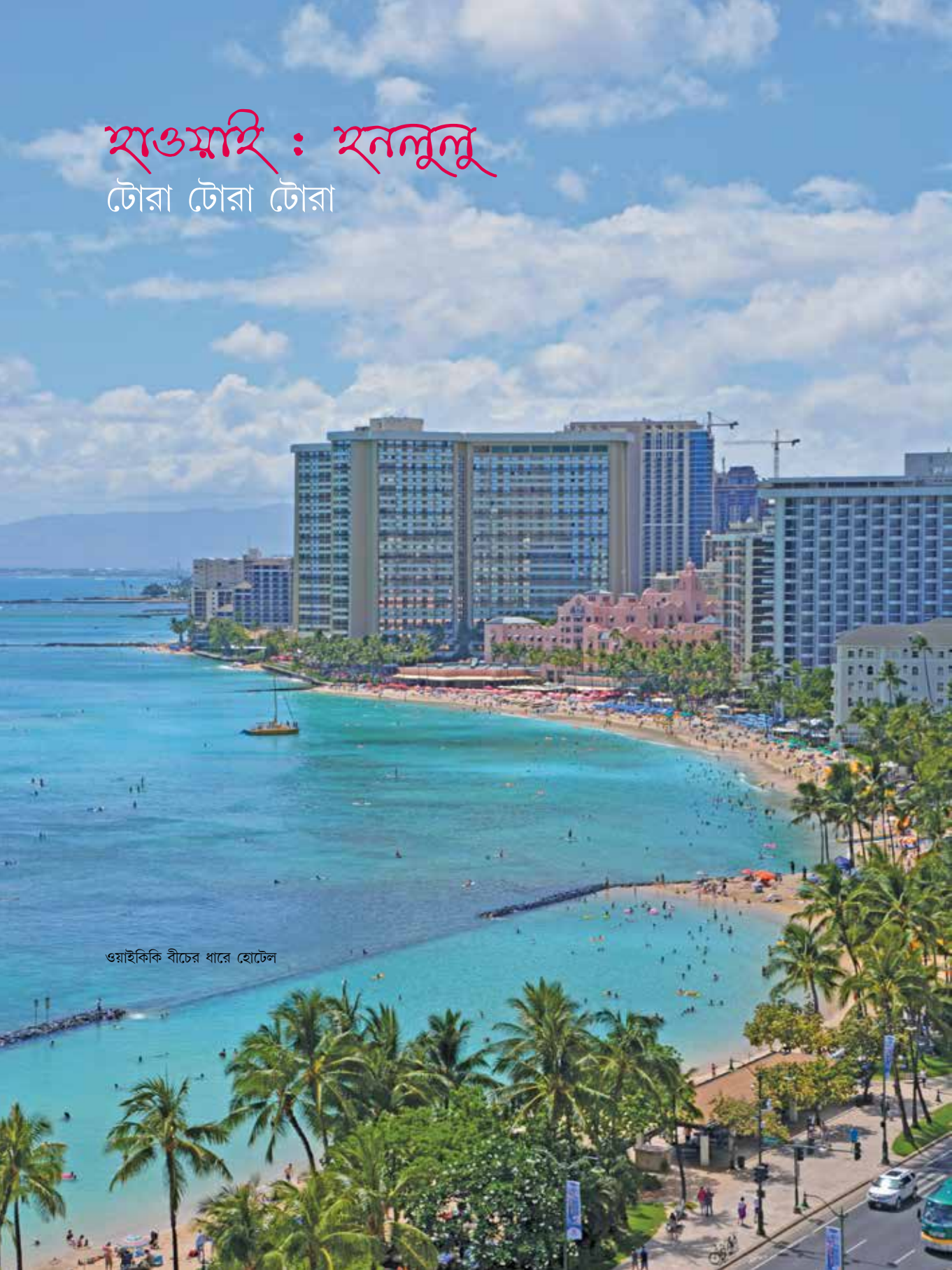

ওয়াইকিকি বীচের ধারে হোটেল

লম্বা লাইন করে দাঁড়িয়ে আছি আমরা, সবাই একে একে সন্তর্পণে উঠতে শুরু করলেও মাত্র কুড়ি ফুট লম্বা সাদা রঙের নৌকোটা দুলে উঠল। আমি ততক্ষণে একধারে বসে পড়েছি, শান্ত নীল জলের নীচ পর্যন্ত স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। নৌকো ভর্তি হতে হতে, আমি চারিধারের পরিবেশ আঁচ করতে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে নিলাম। নৌসেনার এক কর্মকর্তা টুপি ঠিক করে, বাঁহাত রুপোলি স্টিয়ারিং হুইলে রেখে, সামনের দিকে তাকিয়ে প্রস্তুত হয়ে নিল ছোট্ট সফরটার জন্য। দু'শ মিটর দূরে, একটা সাদা অবয়ব, একতলা উঁচু, জলের ওপর দেখা যাচ্ছে—পার্ল হার্বর ইউ এস এস অ্যারিজো্না মেমোরিয়াল। আমাদের আজকের গন্তব্যস্থল।

জলের অপর দিকের পাহাড়ের মাথায় সকালের উজ্জ্বল নীল আকাশে এলোমেলো সাদা মেঘের ছড়াছড়ি। ১৯৪১ সালের ৭ ডিসেম্বরের সকাল, এরকমই সুন্দর এক রবিবার ছিল। গির্জা যাওয়ার জন্য সবাই তৈরি হচ্ছিল। সুন্দর সকালের প্রশান্তি ভঙ্গ হল উড়োজাহাজ প্রপেলরের শব্দে। কেউ বিশেষ পাত্তা দিলনা, কারণ এটা তো আখেরে সামরিক আস্তানা, জাহজ ও উড়োজাহাজে ভর্তি। ঘড়ির কাঁটায় তখন সকাল ৭:৫৮। বোমা আর টর্পেডো বর্ষণ শুরু হল।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই পার্ল হার্বরের বেতারে সংক্রমিত হল দুটো একেবারে ভিন্ন বার্তা। যুদ্ধে ব্যবহৃত জাপানি উড়োজাহাজের গোপন বার্তা তাদের সেনাপতিদের : "টোরা টোরা টোরা..." এর মানে, প্রথম আকস্মিক আক্রমণ পুরোপুরি সার্থক হয়েছিল, কারণ হঠাৎ আক্রমণের সুবিধা ব্যবহার করে। অপর দিকে মার্কিন বার্তা, সংক্ষিপ্ত ও স্পষ্ট, "এটা কসরত নয়। এটা কসরত নয়।"

পার্ল হার্বর আক্রমিত।

আরো দুই দফা জাপানি যোদ্ধাদের আক্রমণ চলল। বেশ কিছু উড়োজাহাজ কামিকাযি বিমানচালকের অধীনে যারা আত্মঘাতী অভিযানের জন্য প্রশিক্ষণ পেয়েছিল, তাদের উপর আদেশ ছিল, সোজা লক্ষ্যভূত জাহাজে উড়ে যাওয়া। আটটি রণতরী আক্রান্ত হয়েছিল, যদিও সাতটি পরে উদ্ধার হয়েছিল এবং কয়েকটি পরে মেরামত হয়ে আবার যুদ্ধেও নেমেছিল। একমাত্র ব্যতিক্রম ইউ এস এস অ্যারিজো্না যেটিতে সোজা বোমা পড়ে যেখানে তার নিজস্ব বোমা বারুদ মজুদ রাখা হয়েছিল। নিমেষের মধ্যে আগুনের গোলায় পরিণত হয় জাহাজটি এবং সলিল সমাধি ঘটে, আর উপস্থিত হাজারেরও বেশি নৌসেনার জীবন নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। ধ্বংসাবশেষ উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি আর জাহাজটি আজও সেই অগভীর জলে বিরাজমান, কাঠামোর দুটি গোল অংশ জলের দশ ফুট ওপরে বেরিয়ে। ন'শোরও বেশি নৌসেনার লাশ উদ্ধার করা যায়নি আর চিরকালের জন্য তাদের জলীয় সমাধির মধ্যেই শান্তি পেতে হয়েছে। পার্ল হার্বরের ওপর এই আক্রমণে, দু হাজার চারশ' জনের মৃত্যু ঘটে, ইতিহাসের চোখে খুবই গুরুত্বপূর্ণ : এরপরেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যোগ দান করে জাপান ও তার সঙ্গে যুক্ত দেশের বিপক্ষে।

১৯৬২ সালে, ঘটনার একুশ বছর বাদে, ডুবে যাওয়া জাহাজের ওপরে এক সাদা রঙের ইমারত বানানো হয় স্মৃতিসৌধ হিসাবে। কুড়ি লাখেরও বেশি লোক এই স্মৃতিসৌধ দর্শন করতে আসে প্রতি বছর আর শীঘ্রই আমরাও এর তালিকাভুক্ত হতে চলেছি।

তিরিশ মিনিটে আমাদের নৌকো বাঁক নিয়ে স্মৃতিসৌধের কাছে পৌঁছে যায়। নেমে র‍্যাম্প দিয়ে এগিয়ে গেলাম ভবনের দিকে। লক্ষ্য করলাম এই র‍্যাম্পেই মানুষ অপেক্ষা করছে আমাদের নিয়ে আসা নৌকো করে অতিথি কেন্দ্রে ফেরৎ যাওয়ার জন্য। প্রথমেই টের পেলাম চারপাশের এক অদ্ভুত নিঃশব্দতা, একশ' জনেরও বেশি ভ্রমণকারীর উপস্থিতি সত্ত্বেও।

আমি তাকিয়ে রইলাম ওই সাদা দু'শ' ফুট লম্বা, একতলা উঁচু ইমারতের দিকে। ভবনের দুই প্রান্ত উঁচু আর মধ্যিখানটা নীচু। ভিতরে, দু' ধারের সাতটা খোলা জানলা দিয়ে রোদ্দুর এসে পড়ছে। একেকটা জানলা শুধু তিন ফুট চওড়াই নয়, মেঝের থেকে প্রায় ছাদের মাঝামাঝি পৌঁছে গেছে।

▲ পার্ল হার্বর ও ইউ.এস.এস মিসৌরীর ফলক

একটা জানলার কাছে গিয়ে বাইরে তাকিয়ে চেষ্টা করলাম জলের তলায় ডোবা জাহাজটা দেখার। জানলার ধারে একজন বয়স্ক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে, শিরা উঠে আসা শীর্ণ হাত দিয়ে শক্ত ভাবে রেলিংটা ধরে আছে। সাদা শার্ট ও নীল জিন্স পরা, পিঠ টানটান করে সোজা দাঁড়িয়ে, মাথা নীচের দিকে কাত করা। প্রথম দর্শনে মনে হল যেন নীচে জাহাজের দিকে তাকিয়ে আছে কিন্তু এগিয়ে যেতে দেখতে পাই, চোখ বন্ধ করে, দাঁড়িয়ে আছে, যেন মৌন প্রার্থনায়। ওকে একটু নির্জনে থাকতে দেওয়ার ইচ্ছায় সরে গেলাম ডুবো জাহাজ দেখার অন্য কোন জায়গা খুঁজতে।

স্মৃতি সৌধের শেষপ্রান্তের দেওয়ালের দিকে এগিয়ে গেলাম যেখানে সাদা শ্বেতপাথরে লেখা সেই নাবিকদের নাম যারা প্রাণ হারিয়েছিল ওই চরম দিনে। কাছেই আরো একটা দু' ফুটের শ্বেতপাথরের দেওয়াল, এতেও নাম লেখা। এই দ্বিতীয় তালিকার গল্পটা কি, ভাবছিলাম? চোখে পড়ল এক নৌবাহিনীর কর্মকর্তা ওই জায়গাটার কাছে দাঁড়িয়ে দর্শকদের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন। ওই দেওয়ালের দিকেই নির্দেশ করে প্রশ্নের উত্তর ও ব্যাখ্যা দিচ্ছিলেন। আমিও কাছে গেলাম ওর কথা স্পষ্ট করে শুনতে। পার্ল হার্বর আক্রমণের সময় সেই সমস্ত নৌ-সেনা প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে অনেকেই মনের ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলেন, "তাঁদের মৃত্যুর পর সেই দিনের প্রাণ হারানো সঙ্গীদের সঙ্গে আদি অনন্তকাল একসাথে কাটাবেন"। নৌবাহিনীর কর্মকর্তাটি বেশ জোর দিয়ে বলে উঠলেন।

জীবিত ছিলেন যারা, তাদের মধ্যে অনেকেই ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল যে তাদের দাহ করে, অস্থি এক বিশেষ পাত্রে রেখে জলে ডোবা ওই জাহাজের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে রেখে আসতে। নৌবাহিনী আজও এই ইচ্ছাকে সম্মান দেয় আর যখনি এই পরিস্থিতি আসে, এক বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সেই অবসরপ্রাপ্ত নাবিকের সদগতি করা হয়, এবং এই দ্বিতীয় শ্বেতপাথরের দেওয়ালের নামের তালিকায় তাঁর নাম অন্তর্ভুক্ত হয়।

▼ ইউ.এস.এস অ্যারিজোনা মেমোরিয়াল, পার্ল হার্বর

পার্ল হার্বর সফরের দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমি পৌঁছে গেলাম স্মৃতিসৌধ থেকে দেখা যায় কয়েকশ' মিটার দূরে এক রণতরী—ইউ এস এস মিসৌরি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে অংশ নেওয়া এই জাহাজ বহু দিন বাদে সক্রিয় কাজ থেকে প্রত্যাহার করা হয় আর মিউজিয়ামে পরিণত করে পার্ল হার্বরে রাখা হয়। এর অবস্থান আর তাৎপর্য নিয়ে বিবেচনা করার মতো। এই জাহাজের এক অংশে গোল কাচ দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে একটা জায়গা, যেখানে টেবিল রাখা ছিল, সেই টেবিলে দোসরা সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫ সালে জাপান নিঃশর্ত সমর্পণের চুক্তি সই করে। এরপরই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সমাপ্তি। রণতরীর প্রকান্ড বন্দুক, আজও আমার মতন অতিথিদের দেখার জন্য সংরক্ষিত, তাক করে আছে ইউ এস এস অ্যারিজোনা মেমোরিয়ালের দিকে, মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য ইউ এস এস অ্যারিজোনা জাহাজটির ওপর আক্রমণের পরের ঘটনা ও পরিণতি।

পরের দিন সকালে আমি যেন এক অন্য দুনিয়ায় প্রবেশ করেছি, এমনই এক দুনিয়া যেটার সাথে কোন সম্পর্ক নেই আগের দিনের যুদ্ধ ও বোমা, মৃত্যু ও শোকের বাতাবরণের যা আমার মন বিষাদে ভরিয়ে দিয়েছিল। হনলুলু'র বিখ্যাত সমুদ্রতীরের এলাকা, সকালেই মেতে উঠছিল পর্যটকদের ভিড়ে। লোকজন জায়গা খোঁজে ব্যস, কোথায় ওদের তোয়ালে ও আনুষাঙ্গিক জিনিষপত্র রাখবে, নিজেদের জন্য জায়গা দখল করবে আর সারা দিন ধরে ইচ্ছে মতন রোদ পোহাবে। একজন কমবয়সী ছেলে মাথার ওপর উঁচু করে একটা নীল রঙের সার্ফবোর্ড ধরে আমার পাশ দিয়ে চলে গেল। তখন খেয়াল করলাম যে আমি যে খয়েরি রঙের মূর্তির পাশে দাঁড়িয়ে আছি, আকাশের দিকে দুই হাত তোলা একটি মানুষের অবয়ব। কৌতূহলী হয়ে দেখলাম ওর নামের পাশে সাদা আর বেগুনি রঙের মালা পরানো। পড়ে জানতে পেলাম এই মূর্তি বানানো হয়েছে ডিউক নামের অতীতের এক বিখ্যাত সার্ফারের

▼ ওয়াইকিকি বীচের ধারে

▲ ক্যানো ফেজেন্ট, পলিনিজিয়ন কালচারাল সেন্টার

স্মৃতি রক্ষার্থে। আমার না আছে এত উচ্চাকাঙ্খা না অত সাহস। আমি অপেক্ষা করছি বাসের জন্য যেটা আমায় নিয়ে যাবে হনলুলু শহর থেকে এক ঘন্টা দূর পলিনিজিয়ন কালচারাল সেন্টর।

গন্তব্য পৌঁছোতেই খাকি রঙের হাফপ্যান্ট আর লাল ফুল ফুল ছাপ দেওয়া নীল শার্ট পরা বছর কুড়ির এক ছেলে আমায় ঢোকার মুখে স্বাগত জানাল। ওর নাম জন, ওই দায়িত্ব পেয়েছে আমায় এই জায়গাটা বিস্তারিত ঘুরিয়ে দেখানোর জন্য। একটু বেশি দামের টিকিট কেনায় এটা এক বিশেষ সুবিধা। জন আমায় এই পঞ্চাশ একর জোড়া জায়গা দিয়ে তৈরি চত্বরে ঢুকতে ঢুকতে ছোট্ট করে বলে দিল ভিতরে কী কী দেখার আছে যাতে আমি পুরো দিনটার পরিকল্পনা করে নিতে পারি। সাতটা আলাদা এলাকা আছে প্রশান্ত মহাসাগরের সাতটা দ্বীপের অনুকরণে, বলল, আর ঝড়ের গতিতে নামগুলো আওড়ে গেল : হাওয়াই, সামোয়া, ফিজি টাহিটি, টঙ্গা, মার্কেসাস আর আওটিয়ারোয়া। শেষেরটা বর্তমানে নিউজিল্যান্ডের মাওরি দ্বীপ। সাতটি এলাকায় ফুটে ওঠে সাতটি বিভিন্ন দ্বীপের সংস্কৃতি ও জীবনযাপনের ধরণ। দুপরে এক বিশেষ অনুষ্ঠান ছিল সমবেত দ্বীপগুলোর আর নৈশভোজের পর একপ্রস্ত বর্ণাঢ্য নাচের অনুষ্ঠান।

সামোয়া দ্বীপের জীবনযাপনের উদাহরণস্বরূপ এক জায়গায় দেখানো হচ্ছে দ্বীপবাসীরা কীভাবে নারকেল গাছে চড়ে নারকেল নামায়। খালি গায়ে, কোমরে হলুদ কাপড় বাঁধা এক বলিষ্ঠ চেহারার পুরুষ গাছে চড়ে দেখাল আর একটা নারকেল নিয়ে নামল। তারপর নারকেল দু'ভাগে ভেঙ্গে মাটিতে রাখা একটা ধাতব যন্ত্রের সামনে বসে পড়ল। মেঝের থেকে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রীতে রাখা, এক ফুট উঁচু, ওপর দিকটা বাঁকানো আর করাতের মতো খাঁজকাটা। আমাদের দেশের নারকেল কোরানি বঁটিরই মতন প্রায়। দক্ষ হাতে কোরানো নারকেল হাতে নিয়ে নীচে রাখা প্লেটে চালান দিতে থাকল।

একটি মৃত আগ্নেয়গিরি পাশে হানামা বে

▲ ক্যানো ফেজেন্ট, পলিনিজিয়ন কালচারাল সেন্টার

জন আমার শার্ট ধরে টান দিল। চলো চলো, ক্যানাল শো দেখতে যাই। "বসার জন্য ভাল জায়গা খুঁজে নিতে হবে আমাদের।"

সরু খালে ছোট চ্যাপ্টা নৌকো। দশ ফুট লম্বা, পাঁচ ফুট চওড়া ও জলের থেকে এক ফুট উপরে ওঠানো। প্রতিটিতে এক একটা দ্বীপের প্রতিনিধি, মেয়েদের পরনে নিজেদের দ্বীপের বৈশিষ্ট্যমূলক পোষাক। নৌকোর পিছন দিকে দাঁড়িয়ে, ফুল ফুল ছাপ দেওয়া নীল শার্ট পরা পুরুষ, হাতে বাঁশের দাঁড় নৌকো এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

'তাহিটী' লেখা নৌকো খালের তীরে নজরে পড়তে অতিথি ও দর্শকবৃন্দের মধ্যে আলোড়ন উঠল। সাতজন মহিলা হলুদ রঙের ঘাসের স্কার্ট পরা। ঢাকের তালে ওদের কোমর দুলে উঠল আর বিখ্যাত হুলা নাচ শুরু হল। ঢাকের তাল ও গতি বাড়ার সাথে সমান তালে বেড়ে গেল ওদের কোমরের সঞ্চলন। আর তার সাথে তীরে দর্শকদের হাততালি।

এরপরের নৌকো ফিজি থেকে। পাঁচজন পুরুষ, খালি গায়ে, ঘাসের স্কার্ট পরা বিশেষ তালে দাপিয়ে বেড়ালো। ওদের ভঙ্গির সাথে যুদ্ধ নৃত্যর মিল পাওয়া গেল। সামনের দিকে দু'জন মানুষ দাঁড়িয়ে বাঁ কাঁধের ওপর কুড়াল নিয়ে। একজন ভারি চেহারার মানুষকে দাপিয়ে বেড়াতে দেখে আমি মনে মনে ভাবছিলাম ওর ছ'ফুট লম্বা শরীর নৌকোর ধারের বড্ড কাছে। আমার আশঙ্কার কারণ ছিল। ক'মিনিটের মধ্যেই যা ভেবেছিলাম, তাইই হল।

শরীর ডান দিকে ঝুঁকিয়ে, ডান পা তুলে কাঁধের ওপর কুড়াল তুলে ডাক ছাড়ল, "ইয়া.....হাহ্।" তারপরে ডান পা নামাতে যেতেই, পা হড়কে সোজা জলে আছাড় খেল।

দর্শকরা হাসিতে ফেটে পড়ল আর জল থেকে উঠে দাঁড়াতেও চাপা হাসির শব্দ শোনা গেল। ও খালে দাঁড়িয়ে ওঠায় আমরা টের পেলাম জল মাত্র ওর হাঁটু সমান। অবিচলিতভাবে একটু গোবেচারা হেসে, দর্শকদের দিকে হাত নেড়ে আবার নৌকোয় উঠে গেল।

অনুষ্ঠান চলতে থাকল যেমন চলে, 'দ্য শো মাস্ট গো অন...' আর সত্যিই তো যুদ্ধকালীন আতঙ্ক সহ্য করে সাহসের সাথে আবারও স্বাভাবিক জীবনযাপনে ফিরে যাওয়া স্থানীয় বাসিন্দারা বাতাবরণ এমনই সহজ, হাসি খুশি করে তুলেছে যে আগের দিন পার্ল হার্বরে না গেলে আমি বুঝতেই পেতাম না ৭ই ডিসেম্বর ১৯৪১ সালের ঘটনার পরে এখানকার অবস্থা কতটা আলাদা ছিল।

হাওয়াই, এবং আলাস্কা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মূল অংশের বাইরে অবস্থিত। আর দুই জায়গাই আমার খুব প্রিয়। ইংরেজ সরকার থেকে ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হওয়ার বারো বছর পর, ১৯৫৯ সালে হাওয়াই যুক্তরাষ্ট্রের ৫০তম ও অন্তিম রাজ্য হয়ে যোগ দেয় এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার আজকের চেহারা পায়, পঞ্চাশটি রাজ্য আজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পতাকায় পঞ্চাশটি তারা, পঞ্চাশটি রাজ্যের প্রতীক হিসাবে।

আমার কিছু প্রিয়

Restaurants: Hula Grill, 2335 Kalakaua Avenue, Honbolulu, HI 96815, Ph 808-923-4852, hulagrillwaikiki.com (Nice views). Heavenly Island, 342 Seaside Avenue, Honolulu, HI 96815, Ph 808-923-1100, heavenly-waikiki.com (Vegetarian). Bombay Palace, 1778 Ala Moana Boulevard, Honolulu, HI 96815, Ph 808-941-5111, bombayhawaii.com (Indian)

▼ ওয়াইকিকি বীচে জল-কেলি

▲ ওয়াইকিকি বীচ

Museums: Iolani Palace, iolanipalace.org; Army Museum, hiarmymuseum.org; Pacific Aviation Museum, pacificaviationmuseum.org; Children Discovery Center, discoverycenterhawaii.org

Shopping: My favourite for local products is hilohattie.com. Other fun places include, alamoanacenter.com; kings-village.com; waikikishoppingplaza.com; the modernhonolulu.com

Sightseeing Tours:
Robertshawaii.com; oahuphotographytours.com; oahunaturetours.com; alohahawaiitours.com; sailhokolai.com; magnumhelicopters.com; hawaiifoodtours.com; atlantisadventures.com

Local Beer: Squarebarrels.com; konabrewing.com

Bars and Lounges: Thirtynine Hotel, thirtynine.com; Kona Brewing, konabrewing.com;
Row Bar, therowbar.com

Public Transportation: thebus.org

State Tourism Website: gohawaii.com

Other: Honolulutours.net, pearlharboroahu.com; poynesia.com; paradisecove.com

Nearby: The airline Hawaiian has regular island flights from Honolulu, hawaiianairlines.com, to the other islands that make up the State of Hawaii. Another way is to take a multi-day cruise along the different island, check ncl.com, carnival.com or honolulucruise.com